১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মহামন্দা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের এক দশকের মধ্যে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে মহামন্দা দেখা দেয়। ১৯২৯-৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল 'বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা'-র যুগ নামে পরিচিত। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাদে ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশেই এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। স্বর্ণ সংকট, শিল্পপণ্যের ওপর অত্যাধিক শুল্ক হার, মার্কিন পুঁজি বিনিয়োগের অভাব, উৎপাদন ক্ষমতা ও ভোগ প্রবণতার পার্থক্য এবং রুপোর অতিরিক্ত আমদানি মহামন্দা ঘটায়।

মহামন্দাজনিত আর্থিক সংকটমোচনের জন্য বিভিন্ন দেশ তিনটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় প্রথা নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। আমদানি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে মুক্ত অর্থনৈতিক লেনদেন বন্ধের প্রস্তাব নেওয়া হয়। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন দেশ আঞ্চলিক সংগঠন তৈরি করে। বেশ কয়েকটি দেশ আন্তর্জাতিক স্তরে মহামন্দার মোকাবিলার সিদ্ধান্ত নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুভার সরকার মহামন্দার মোকাবিলায় বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়। এগুলি 'হুভার মোরাটোরিয়াম' নামে খ্যাত।

মহামন্দার প্রভাব

সমকালীন ইউরোপে : ইউরোপের আর্থিক মন্দার কারণে ইউরোপের প্রায় অর্ধেক দেশ দেউলিয়া হয়ে পড়ে। বাকি অর্ধেক দেশ একই আর্থিক পরিস্থিতির দিকে এগোয়। ইউরোপের দেশগুলিতে মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বেড়ে যায়। ইউরোপের অনগ্রসর কৃষিনির্ভর দেশগুলিতে কৃষিপণ্যের দাম ভীষণভাবে কমে যায়। কৃষকের ওপর ঋণ ও করের বোঝা বাড়ে। মহামন্দা পুঁজিবাদের ওপর আঘাত হানে। অস্ট্রিয়ার 'ক্রেডিট আনস্টাল্ট ব্যাংকের' পতন ঘটে। এ ছাড়াও জার্মানির কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায়। ব্যাংকের আমানতকারীগণ লগ্নি করা অর্থ তুলে নিতে শুরু করলে ইউরোপ জুড়ে ব্যাংকিং ব্যাবস্থায় চরম বিপর্যয় নেমে আসে। ব্রিটিশ মুদ্রা স্টার্লিং-এর মান দ্রুত পড়তে থাকে। ইতালি, ফ্রান্স-সহ বেশ কিছু ইউরোপীয় দেশ শুল্ক সংরক্ষণ নীতি গ্রহণের মাধ্যমে আর্থিক বিপর্যয় রোধের চেষ্টা করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে : মহামন্দার প্রভাবে মার্কিন শেয়ার বাজার **ওয়াল স্ট্রিটের** পতন শুরু হয় (২৪ অক্টোবর, ১৯২৯)। এই দিনটি 'কালো বৃহস্পতিবার' নামে পরিচিত। ভয় পেয়ে লগ্নিকারীদের অধিকাংশই নিজেদের শেয়ার তুলে নিতে শুরু করেন। ২৯ অক্টোবর দিনটিতে সর্বাধিক ১৬.৫ মিলিয়ন শেয়ার বিক্রি হলে মার্কিন শেয়ার বাজারে ধস নামে। তাই এই দিনটিকে 'কালো মঙ্গলবার' বলে অভিহিত করা হয়। আমেরিকায় ব্যাংকের সংখ্যা ২৫ হাজারের থেকে কমে ১৫ হাজারে দাঁড়ায়। ১০ হাজার ব্যাংক অবলুপ্ত হওয়ায় এগুলির আমানতকারীরা নিঃস্ব হয়ে যায়। মহামন্দার ৪ বছরের মধ্যে আমেরিকায় মোট শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ কমে অর্ধেক হয়ে যায়। প্রায় ১৪ মিলিয়ন মানুষ কাজ হারিয়ে বেকারে পরিণত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু ও বলিভিয়ার মধ্যে আর্থিক সূত্র ধরে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়। উত্তর আমেরিকায় কৃষিজ পণ্যের দাম ভীষণভাবে কমে যায়।

মহামন্দার অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে লন্ডনে 'বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলন' আয়োজিত হয়। সারা বিশ্বের ৬৪টি দেশের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগ দেয়। কিন্তু সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গ মহামন্দার অবসানের কোনো দিশা দেখাতে ব্যর্থ হন। শেষপর্যন্ত ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিশ্বে মহামন্দাজনিত আর্থিক সংকট কাটতে শুরু করে।